দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 DEC 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

35

স্কুলে ভর্তি সংকট

নতুন বছরের শুরুতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। অভিভাবকরা ভর্তি সংকটের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকায় প্রতিবছর এই সংকট তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মাসখানেক পর স্কুলে ভর্তি শুরু হবে। বরাবরের মত এ বছরও হাজার হাজার অভিভাবক তাদের সন্তানদের একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে ব্যর্থ হবেন।

সমস্যা দু'ধরনের। সব অভিভাবকই তার সন্তানকে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে আগ্রহী। এমন ভাল স্কুলের সংখ্যা কম। সেখানে ভর্তির জন্য প্রচণ্ড ভিড়। মাত্র ১০০/১৫০ আসনের জন্য দরখাস্ত পড়ে ২৪০০/২৫০০ পর্যন্ত। ফলে ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়ানোর স্বপ্ন সফল হয় না অনেকেরই।

যাদের তেমন উচ্চাশা নেই, তাদের স্বপ্নও বিফলে যায় প্রায়ই। কারণ ঢাকায় প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা এখনও কম।

যেসব বেসরকারী স্কুল মোটামুটি উন্নতমানের, সেখানে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের এক অর্থে প্রবেশ নিষেধ। সেখানে ভর্তি করাতে গেলে হাজারটা বায়না আসে। 'ডোনেশন' দিতে হয় উঁচু হারে। তার ওপর আছে নানা খাতে ফি। সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরাই কেবল সেসব স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়।

ভাল স্কুলে ভর্তির সংকট তীব্র হওয়ায় গড়ে উঠেছে এমন সব কোচিং সেন্টার যা এক ধরনের ব্যবসা। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়। ২/৩ মাসের কোচিং-এর জন্য হাজার হাজার টাকা দিতে হয়। অনেক অভিভাবকের পক্ষেই এটা দুঃসাধ্য।

রাজধানীতে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ভর্তি সংকটও তাই প্রতিবছর তীব্রতর হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান ভর্তি সংকট নিরসনে সরকারের পরিকল্পিত পদক্ষেপ কোথায়?

গত বছর রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য শহরের কয়েকটি স্কুলে দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয়েছে। এ বছর আরও কয়েকটি স্কুলে দ্বিতীয় শিফট চালুর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন অনুপাতে সেসব স্কুলে নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাবলী নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ভাল স্কুলও আর ভাল থাকতে পারবে না।

ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে ভর্তি সংকটের চাপ কিছুটা কমানো সম্ভব। ঢাকায় এখন ৫টা সরকারী স্কুল ভাল হলে আর ৫টা খারাপ। সরকারী স্কুলগুলোকে সমন্বিতভাবে বিকশিত ও মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এটা করা সম্ভব। তবে এজন্য কর্তৃপক্ষের নজর থাকতে হবে।

ঢাকায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কম নয়। কয়েকটি স্কুলের বেশ নামডাক আছে। বাকি স্কুলগুলোর পড়াশোনার মান ও পরিবেশ উন্নত করা হলে ভর্তি সংকট নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। ঢাকায় এমন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কম নয় যেখানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড নেই। স্কুলে ভর্তি সংকট নিরসনে কর্তৃপক্ষকে এভাবে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে।